# উপবাস সম্বন্ধীয় প্রশ্ন

মার্ক ২:১৮-২২

পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মই উপবাস-পালন সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে থাকে। যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসী আমরাও কি কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান হিসাবে উপবাস করব? অন্যেরা করে বলে আমরাও কি করতে বাধ্য? আসুন, এবিষয়ে যীশুর শিক্ষা পর্যালোচনা করে দেখি।

**ক। যোহনের শিষ্যদের প্রশ্ন (১৮ পদ)**

পুরাতন নিয়মে মোশির ব্যবস্থা-পুস্তক থেকে আমরা জানি যে, সারা বৎসরে কেবল একদিন (প্রায়শ্চিত্ত দিন) সকলে উপবাস করতে বাধ্য ছিল (লেবীয় ১৬:২৯-৩৪; ২৩:২৬-৩২; গণনা. ২৯:৭-১১)। অবশ্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উপবাসের সময় ও দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এর বিভিন্ন উল্লেখ পুরাতন নিয়মে পাওয়া যায় — (১) সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত (বিচার ২০:২৬; ১শমূয়েল ১৪:২৪; ২শমূয়েল ১:১২; ৩:৩৫), (২) সাতদিন (১শমূয়েল ৩১:১৩), (৩) তিন সপ্তাহ (দানিয়েল ১০:৩) (৪) ৪০ দিন (যাত্রা ৩৪:২, ২৮; দ্বি. বি. ৯:৯, ১৮), বিভিন্ন মাসে (সখরিয় ৭:৩-৫; ৮:১৯)।

অবশ্য এদের সবাইকে টপকে যায় নতুন নিয়মে ফরিসীদের উপবাস, যা তারা সপ্তাহে দু'দিন করত এবং তার জন্য তাদের যথেষ্ট গর্ব ছিল (লুক ১৮:১২)। এই ফরিসীরা যখন উপবাস করত, তখন তারা মুখে ও শরীরে এমন ভাব করত যে, সবাই জানত যে তারা উপবাস করছে, অর্থাৎ লোকদের কাছে নিজেদের ধর্ম পালন-প্রদর্শনই ছিল এই উপবাসের উদ্দেশ্য (মথি ৬:১৬)। কিন্তু যোহনের শিষ্যেরা নিশ্চয়ই এদের ন্যায় উপবাস করত না। হয়তো যোহনের কারাগারে গমন বা অল্প পরে তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশে তারা উপবাস করত। কিংবা যোহন যেহেতু পাপস্বীকার ও মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম দিতেন, তাই হয়তো উপবাসের উপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু যোহনের শিষ্য বা ফরিসীদের শিষ্যেরা যদি উপবাস সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রকৃত শিক্ষা উপলব্ধি করত, তাহলে, তারা এমন প্রশ্ন করতে পারত না। কারণ, (১) শাস্ত্র কেবল প্রায়শ্চিত্তদিনে উপবাসের বাধ্যবাধকতার কথা বলে এবং (২) যিশাইয় ৫৮:৬, ৭ বা সখরিয় ৭:১-১০ পদ অনুসারে ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের কেবল আক্ষরিক অর্থে উপবাস পালন করতে নয়, কিন্তু ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ রাখতে বলেছেন। তাই, তাদের প্রশ্ন বা যীশুর প্রতি তাদের অভিযোগ ছিল অবান্তর।

**২। যীশুর উত্তর (১৯-২২ পদ)**

বিবাহ-ভোজের উল্লেখ করে যীশু তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। সেইসময় ইস্রায়েলে বিবাহ-ভোজ ছিল বিশাল ব্যাপার। আমাদের মত একদিনে কয়েক ঘন্টার ব্যাপার নয়। তখন প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলত এই অনুষ্ঠান। যারা বিবাহ-ভোজে আমন্ত্রিত হত, তারা তাদের সকল দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেত, উপবাস করা চিন্তার বাইরে ছিল। তারা কেবল আনন্দ উপভোগ করত। যীশু তাঁর আশীর্বাদের উপস্থিতিকে বিবাহভোজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এমন তুলনা বাইবেলে অনেক পাওয়া যায় (যিশা ৫০:১; যির. ২:৩২; ৩১:৩২; হোশেয় ২:১; মথি ২৫:১)। বিবাহভোজে বরের বন্ধু দের যেমন উপবাস করা অবাস্তব ব্যাপার, ঠিক তেমনই যীশুর উপস্থিতিতে তাঁর শিষ্যদের উপবাসও অবাস্তব। কিন্তু ২০ পদ যীশুর দুঃখভোগ ও মৃত্যুর পূর্বাভাষ দেয়, যখন যীশুর শিষ্যরা উপবাস করবে। যদিও সেই দুঃখের সময় লম্বা হবে না (যোহন ১৬:১৬-২২)।

এই সত্য যখন বিশ্বাসী আমরা উপলব্ধি করি, তখন আমাদের জীবন দুঃখে নয়, কিন্তু আনন্দে পূর্ণ হয়। কারণ, ইম্মানূয়েল (আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর) শব্দের অর্থ তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় (লুক ২:১০; যোহন ১৫:১১; ১৭:১৩; রোমীয় ৫:১১; ১৫:১৩; গালা. ৫:২২; ফিলিপীয় সমগ্র পত্র, ১ পিতর ১:৮; ১ যোহন ১:৪; ২যোহন ১২)।

তাই, মানুষের তৈরি উপবাস পদ্ধতিকে কখনও যীশুর সুসমাচারের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সম্ভব নয়। যেমন, পুরানো কাপড়ে নতুন কাপড়ের তালী খাটে না- তাতে

পুরানো আরও ছিঁড়ে যায়। এবং পুরানো কূপায় নতুন দ্রাক্ষারস রাখা যায় না- তাতে নতুন দ্রাক্ষারস বেড়ে পুরানো কূপাকে ফাটিয়ে ফেলে। অবশ্য এর মানে পুরানোকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন নয়। যীশু যে আমাদের একেবারে উপবাস করতে নিষেধ করেছেন, এমন নয়। কারণ, তখনকার দিনের মানুষ কাপড় একটু পুরানো হলে যে ফেলে দিত, এমন নয় বা কূপাগুলি পুরানো হলে ব্যবহার করত না, এমনও নয়। তাই, যীশু এখানে পুরাতন নিয়মের সংমিশ্রনের নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থাকেই মেনেছেন।

ইহুদিরা মশীহের আগমনের প্রতীক্ষায় উপবাস করত, যেন তিনি যখন আসেন, তখন তারা তাঁকে চিনতে পারে। কিন্তু যদিও যীশুর আগমনে তাদের প্রতীক্ষা পূর্ণ হয়েছিল, তাদের প্রতীক্ষাত পরিত্রাণ তাদের মধ্যে এসে গিয়েছিল, তা তারা বুঝতে পারেনি। অতীতের প্রতীক্ষার উপবাস এখন যে পূর্ণতায় আত্মপ্রকাশ করেছে, তা তারা বোঝেনি। কারণ, তারা বুঝতে পারেনি, মশীহ কীভাবে আসবেন, কীভাবে তাদের মুক্ত করবেন। যীশু তাদের চিন্তা অনুযায়ী অসেননি কিন্তু ভাববাদীদের কথানুসারেই এসেছেন। এখন তাদের দায়িত্ব, সেই মশীহ, যার জন্য তারা এতদিন উপবাস করেছে, তাঁকে গ্রহণ করা ও তাঁর বাণীকে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করা, যা দেবে প্রকৃত প্রায়শ্চি ত্তের মুক্তি ও আনন্দ। এর ফলস্বরূপ, যে পুরানো উপবাস ছিল কষ্টসাধ্য ভারস্বরূপ, তা নতুন উপবাস হিসাবে খ্রীস্টের বাণী পালনের জীবনযাত্রার আনন্দে রূপান্তরিত করবে।

এক অলস ছেলে ছিল, যার বাবা মৃত্যুর সময় তাকে মাঠে এক কলসী হিরে আছে বলে যায়। যদিও কোথায় আছে, তা বলার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। ছেলেটা সারা মাঠ কোপাতে শুরু করল, যদিও কোন হিরে তার মিলল না। সেই জমিতে তখন সে চাষ করল। তাতে, ফসল ফলল। আসল হিরেকে সে চিনতে পারল। তখন থেকে সে আনন্দের সঙ্গে মাটি কোপাতে থাকল। যীশুর পৃথিবীতে আগমন এবং তাঁকে গ্রহণের দ্বারা আমাদের কষ্টসাধ্য ব্যবস্থা পালন আনন্দের খ্রীস্ট জীবনযাপনে পরিবর্তিত করেছে।